৩১/৭/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

১০ বছর পর এই 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' নিয়ে কী করবেন টিপু?

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ হোসেন টিপুকে দশ দশটি বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে আপন মেধার স্বীকৃতি আদায় করতে। স্বীকৃতি পেয়েছেন টিপু কিন্তু তার জীবন থেকে যে মহামূল্যবান ১০টি বছর কালের অতল গভীরে হারিয়ে গেল তা তো কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেও টিপুকে ষড়যন্ত্র করে বঞ্চিত করা হয়েছিল তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে। এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফাঁদে বাঁধা পড়েছিল তার কৃতিত্ব। শেষ পর্যন্ত টিপু প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু ১০ বছর পর এই 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' নিয়ে কী করবেন টিপু? মোহাম্মদ হোসেন টিপু অভিযোগ করেন যে, তার বিভাগীয় কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে তার পরীক্ষার ফলাফল প্রভাবিত করেছেন এবং তাকে মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ থেকে বঞ্চিত করেছেন। তার পরীক্ষার থিসিস পেপার মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি ও আইন ভঙ্গ করে এবং একটি ব্যবহারিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত প্রকৃত নম্বর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ১০টি নম্বর টেবুলেশনশিটে কম দেখিয়ে তাকে প্রাপ্য থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়। বিভাগীয় শিক্ষক, পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ড. আবদুস সামাদ, কমিটির সদস্য ড. এনামুল হক এবং সদস্য ও টেবুলেটর ড. ফজলুল হক এবং অন্যরা এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৮ সালের ২৬ অক্টোবর টিপুর মাস্টার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। এর আগেই তিনি জানতে পারেন যে, তার থিসিস পেপার মূল্যায়নে

মোহাম্মদ হোসেন টিপু

টিপু : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৫

টিপু : ১০ বছর পর

(৩ পৃষ্ঠার পর)

অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, টিপু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। উপাচার্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ফল প্রকাশ স্থগিত করেন এবং অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির কাছে পাঠান। কমিটি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায় এবং টিপুর থিসিস পেপারের পুনর্মূল্যায়নের পক্ষে সুপারিশ পেশ করে। পরে উপাচার্য বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও সবশেষে ডিনস কমিটির কাছে পাঠান। প্রতিটি কমিটিই টিপুর থিসিস পেপার মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিপন্থী কাজ হয়েছে মর্মে রিপোর্ট দেয় এবং পুনর্মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে অভিমত দেয়।

পরপর তিনটি কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট পাওয়ার পরও উপাচার্য কোন এক অজ্ঞাত কারণে থিসিস পেপার পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ না দিয়ে পূর্ব-প্রস্তুতকৃত ফলাফল প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। টিপুকে তিনি বলেন, 'অনেক সময় অনেক অনিয়ম ও অন্যায় হয়ে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলো মেনে নিতে হয়।' শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের মুখে এ ধরনের কথা শুনে টিপু তীব্র মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন। এই অন্যায়ের প্রতিকার পাওয়ার জন্য টিপু বারবার উপাচার্য, পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য ও সিনিয়র শিক্ষকদের কাছে ছুটে গেছেন। কিন্তু কেউ তার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে নেননি।

অবশেষে ১৯৯৫ সালের ১৪ মার্চ তিনি তার বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেনের কাছে দরখাস্ত পেশ করেন। চেয়ারম্যান বিষয়টি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটিতে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেন এবং অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের প্রবল বিরোধিতার পরও অভিযোগ তদন্তের জন্য আবারও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক টিপুর উল্লিখিত ব্যবহারিক পরীক্ষার কোর্স মার্কশিট বের করে টেবুলেশনশিটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন টিপুর অভিযোগ সত্য। মার্কশিটের তার প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে টেবুলেশনশিটে ১০ নম্বর কমিয়ে তোলা হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিষয়টি তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদের কাছে পাঠালে তিনি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনজন প্রবীণ শিক্ষককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি দীর্ঘদিন পর উপাচার্যের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে বলেছে, মোহাম্মদ হোসেন টিপুর ফলাফলে অনিয়ম হয়েছে। এরপর নিয়মমাফিক ফলাফল প্রকাশের জন্য বিষয়টি সিন্ডিকেটে পাঠানো হয়। সিন্ডিকেটে ভূতত্ত্ব বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের দৃঢ় অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত আগের প্রকাশিত ফলাফল বাতিল করে নতুন ফল প্রকাশ করা হয়। এতে টিপু প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। দীর্ঘ ১০ বছর পর টিপু পেলেন তার প্রাপ্য অবস্থানের স্বীকৃতি। আদায় করলেন নিজের অধিকার।

টিপু যুগান্তরকে বলেছেন, যেসব শিক্ষকের অন্যায়ের কারণে তার ক্যারিয়ারের এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, গত ১০টি বছর তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল এবং সীমাহীন মানসিক যন্ত্রণা ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হতে হল সেসব শিক্ষক নামের কলঙ্ক আজও বহাল তবিয়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন কিভাবে?